দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 11 FEB 2005 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শূন্য আসন

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির সংকট প্রতি বছরের বিষয়। বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য হয়ে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। বিশেষ করে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যেই এই বঞ্চনা নেমে আসে। কেননা, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে উচ্চমূল্যে শিক্ষা গ্রহণের সামর্থ্য তাদের পরিবারের নেই। এই পরিস্থিতি আর্থিক সামর্থ্যহীন পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করছে, সংকুচিত করছে। মেধাবী হলেই এদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করা যায় না– এই বাস্তবতা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। মেধাবীদের উচ্চশিক্ষা সুলভ করে তোলার তাগিদ বিভিন্ন মহল থেকে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। সংখ্যার দিক দিয়ে দেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্টই স্থাপিত হয়েছে কিন্তু এই তাগিদ পূরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কোন অগ্রগতিও ঘটেনি। যাহোক এই যখন পরিস্থিতি, তখন পত্রিকান্তরে এই রকম খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রকট আসন সংকটের মধ্যেও প্রতি বছর কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকে। অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। এ খবর যে দেশবাসীকে হতবাক করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। খবরে বলা হয়েছে যে, প্রথম বার ভর্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি বিরাট অংশ দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে এক বছর 'ইয়ার লস' দিয়ে অপেক্ষাকৃত চাহিদাসম্পন্ন বিভাগে ভর্তি হওয়ায় পূর্ববর্তী আসনটি খালি হয়ে যায়। দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবৈধভাবেও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এর ফলে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রতি বছর পাঁচ শতাধিক আসন খালি পড়ে থাকে এবং অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক হাজার আসন এভাবেই খালি পড়ে থাকে। খবরে বলা হয়েছে যে, এবারও একমাত্র বুয়েট ছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তার মানে এবারও কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকবে এবং সমপরিমাণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।

দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ প্রয়োজনানুপাতে রয়েছে– এ কথা বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে এখনো বলা যাবে না। প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদালয়ে এ বছর ৪ হাজার ৩৮৮টি আসনের বিপরীতে ৮৮ হাজার ৩৮২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ একটি আসনে ভর্তির জন্য ২৫/৩০ জন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হয়। এই একই রকম অবস্থা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে– এমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম না হলেও মোট ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট আসন সংখ্যার তুলনায় যে অনেক বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতি বছর কয়েক হাজার আসন খালি পড়ে থাকা দেশে বিদ্যমান শিক্ষা-সুযোগের মারাত্মক অপব্যবহার। এ ধরনের অপব্যবহার বাংলাদেশের মত দেশের জন্য নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। এহেন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বছরের পর বছর কি করে ঘটে চলেছে– এ প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই উঠছে। প্রকাশিত খবরে সংশ্লিষ্টদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার স্বার্থে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দ্বিতীয় বার পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির বিষয়টি রোধ করা উচিত। আবার অনেকে বলেছেন, দ্বিতীয় বার ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থাকবে। তবে, যারা একবার ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তাদের দ্বিতীয় বার ভর্তির সুযোগ দেয়া উচিত নয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে ড্রপ-আউটের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কমিটির এক সদস্যের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তির ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে, তা যুগোপযোগী নয়। এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষ ঝামেলা এড়াতে বিদ্যমান পদ্ধতি নিয়ে সন্তুষ্ট। একটি অনুষদের ডীনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, বুয়েট কর্তৃপক্ষ ড্রপ-আউট বন্ধের জন্য যে নিয়ম করেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সে বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। অপর একটি অনুষদের ডীনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সিটও খালি থাকা উচিত নয়। প্রতি বছর যে আসন খালি হয় তা নিয়ে আলোচনা হয় না– তা নয়, কিন্তু সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সমস্যাটির সমাধান হওয়া উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন খালি থাকার এ বিষয়টি যে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা এবং একই সাথে উচ্চশিক্ষার সুযোগের অপচয়– এটা এরপর আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত বর্তমানে প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি যে ত্রুটিযুক্ত এবং এ পদ্ধতিতে এই সমস্যা নিরসন সম্ভব নয়, এটাও যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশে উচ্চশিক্ষার স্বার্থেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোন আসন খালি থাকা যে উচিত নয়– এ বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট কারো না বোঝার কথা নয়। যারা প্রথম বার ভর্তি হয়ে পর পর দুই বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বার পছন্দের বিষয়ে সুযোগ পেয়ে ভর্তি হয়ে পূর্ববর্তী বিষয়ের আসন শূন্য করে যায়– তাদের দিকটাই এযাবত দেখা হয়েছে। কিন্তু যারা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও প্রথম বারে ভর্তি হতে পারলো না এবং দ্বিতীয় বারেও ঐ প্রথমোক্তদের জন্যই ভর্তি হতে না পেরে সারা জীবনের জন্য উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হল, তাদের দিকটা দেখা হচ্ছে না। অর্থাৎ যারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তি হলে পড়াশোনা চালিয়ে যেতো, আসন শূন্য হতো না, তাদের বিষয়টি ভাবা হচ্ছে না। এর ফলে আসন খালি থাকছে, উচ্চশিক্ষার সুযোগের অপচয় হচ্ছে এবং অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। চলতি বছর থেকে বুয়েট কর্তৃপক্ষ এইচএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একবার ভর্তি পরীক্ষার যে নিয়ম করেছেন, তাতে এক বছর পর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি সংখ্যক আসন খালি থাকবে না বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন। কিংবা যারা একবার ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, তাদেরকে দ্বিতীয় বার ভর্তির সুযোগ দেয়া উচিত নয় বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে– তাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম যা-ই করা হোক, যেভাবেই করা হোক, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন খালি রেখে উচ্চশিক্ষার সুযোগের অপচয় করা যাবে না এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সংকুচিত করা যাবে না।